কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় হেলপার নিহত

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শান্ত ইসলাম (১৮) নামে এক ট্রাকের হেলপার নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরের দিকে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কের কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল এলাকায় এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শান্ত ইসলাম ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা উপজেলার রাজাবাড়ী এলাকার মোস্তফা আলীর ছেলে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোহেল শেখ জানান, বুধবার ভোরের দিকে বটতৈল এলাকার রুহুল ফিলিং স্টেশনের কাছে নেত্রকোনা থেকে মিষ্টিকুমড়ো বোঝাইকৃত ঝিনাইদহগামী ১টি ট্রাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পাথরবোঝায় আরেকটি ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে চলন্ত ট্রাকের হেলপার শান্ত ইসলাম পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত তুহিনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বেগমপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তুহিন ইমরান (১৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

আজ শনিবার ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। টানা ৯ দিন মৃত্যর সাথে পান্জা লড়ে হেরে গেলেন তুহিন ইমরান।

নিহত ইমরান সদর উপজেলার ছোট শলুয়া গ্রামের আশরাফুজ্জামান ওরফে সানাউল্লাহর ছেলে।

দর্শনা থানার ওসি বিপ্লব কুমার সাহা জানান, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টার দিকে তুহিন মোটরসাইকেলে করে বেগমপুর গ্রাম থেকে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এ সময় বেগমপুর কেরুর ফার্মের সামনে পৌঁছালে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে তুহিন গুরুতর আহত হন।

এ সময় খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তার প্রাথমিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শেষে ভর্তি রাখেন।

তুহিনের অবস্থার অবনতি হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ৩টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। আজ শনিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তুহিন মারা যান।

স্ত্রীর ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরা হলোনা কৃষক রমজান আলীর

মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী ইছাখালি মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় রমজান আলী(৫২) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। অসুস্থ স্ত্রীর জন্য ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরার সময় দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

আজ শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রমজান আলী সদর উপজেলার ইছাখালি গ্রামের মৃত ফরমান আলীর ছেলে। এঘটনায় মোটরসাইকেল চালক পার্শ্ববর্তি হরিরামপুর গ্রামের আসানুর আলীর ছেলে আসিফ হোসেন (২২) আহত হয়েছেন। তার অবস্থাও আশংকাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শি মাসুদ রানা জানান, নিহত রমজান আলী স্থানীয় একটি ফার্মেসী থেকে ওষুধ কিনে বাড়ি যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় হরিরামপুর থেকে আসা মেহেরপুর গামী দ্রুতগামী পালসার মোটরসাইকেলটি তাকে স্বজোরে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ১০/১২ হাত দুরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। এতে রমজান আলী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে

নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফাঁয়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত আসিফকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর স্টেশন মাস্টার রুহুল আমিন জানান, খবর পেয়ে মোটরসাইকেল চালক আসিফকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেলটি পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার পরপরই সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেইনি। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃষক নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে বিপরীতগামী দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হুরমত আলী (৫০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) কের নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হুরমত আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত আরশাদ আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেন। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত হুরমত আলী সার বিষ কেনার জন্য মোটরসাইকেল

যোগে মেহেরপুর শহরে আসছিলেন। আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) কের নিকট আসামাত্র বিপরীত দিক বেপরোয়া গতিতে আসা অপর একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তার পাশে পড়ে যায় হুরমত আলী।

স্থানীয়রা মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফাঁয়ার সার্ভিস কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নিয়েছে।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনা: ১২ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার কাঠালতলা নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বিল্লাল হোসেন (৩০) চিকিৎসাধিন অবস্থায় মারাগেছে।

আজ শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিল্লাল মারা যায়। মৃত্যু বিল্লাল হোসেন উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামের খাল পাড়ার মোঃ বজুলের ছেলে।

গত ২৯ জানুয়ারী সোমবার সকাল ৭ টার দিকে দামুড়হুদা-দর্শনা সড়কের কাঁঠালতলা নামক স্থানে বিচালি বোঝায় পাওয়ারট্রলি সড়কের পাশে বাবলা গাছের সাথে ধাক্কা মেরে বিল্লাল হোসেন ও ফারুক হোসেন ২জন গুরুতর আহত হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ নেই মর্মে রাজশাহী থানায় আবেদন করে বিনা ময়না তদন্তে বিল্লালের মরদেহ আজ শুক্রবার বিকেলে গ্রামে নিয়ে আসে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সাইকেল আরোহী আহত

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি বিএডিসির সামনে মটরসাইকেল ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাইকেল আরোহী গুরুত্ব আহত হয়েছে।

আজ রোববার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধা ৬ টার সময় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত আনসারুল হক (৫০) মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কুঠিপাড়ার রমজান শেখের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, আহত আনসারুল হক আমঝুপি বিএডিসির কর্মী। প্রতিদিনের ন্যায় বিএডিসির কাজ শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। বিএডিসির সামনে সাইকেল ও ঘাসের বস্তা নিয়ে রোডে উঠার সময় বিপরীত দিক থেকে আশা মটরসাইকেল আরোহী সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এ সময় তিনি গুরুত্ব আহত হয়। আমরা মেহেরপুর ফ্যায়ার সার্ভিস কর্মীদের ফোন দিলে তারা এসে আহত ব্যাক্তিকে নিয়ে যায় এবং মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় এবং অবস্থা গুরুত্ব হওয়ায় ঢাকা মেডিকেলে রের্ফাড করেন।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃ*ত্যু

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ করেছে। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে মটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখি ভ্যনের

এক্সেলে মুখ ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অকালে প্রান হারায়। নাঈম রহমান মুন্না(২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সদরের দশমী পাড়ার মোমিনের ছেলে নাঈম রহমান মুন্না দামুড়হুদা বাজার থেকে নিজের ব্যবহ্ত পালসার-১৫০ সিসি লাল-কালো রংয়ের মোটরসাইকেলের পিছনে চাউলের বস্তা নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে বাড়ি আসছিলো। দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে এসে পৌঁছালে হঠাৎ মোটরসাইকেলের পিছনে থাকা চাউলের বস্তার মুখ খুলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন বস্তা ধরতে গিয়ে সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা রাস্তার উপর বিপরীত দিক থেকে আসা পাখি ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক মুন্না মাথায় ও মুখে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন আহত মুন্নাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেলে রেফার করেন। রাজশাহী মেডিকেলে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আহত মুন্না মৃত্যবরন করেন।

মুন্নার মৃত্যুর খবর দামুড়হুদায় ছড়িয়ে পড়লে পুরো উপজেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। মুন্না ছেলে হিসেবে ছিল খুবই ভালো, সব সময় ছিল নম্র ব্যবহার। উপজেলা জুড়ে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে তার ছিল সুখ্যাতি। দামুড়হুদা মালিক সুপার মার্কেটে স্মার্ট কালেকশনের স্বত্বাধিকারী ছিলো মুন্না। খেলাধুলা করতে সে খুব পছন্দ করতো, সে একজন চুয়াডাঙ্গার ক্রীড়াঙ্গনের উদীয়মান তারকা (হ্যান্ডবল+ ভলিবল) ভালো খেলোয়াড় ছিল। তার মৃত্যুতে দামুড়হুদার বিভিন্ন মহল শোক প্রকাশ করেছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ বলেন, মুন্না খুব ভালো ছেলে ছিল, সবার সাথে ওর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। মুন্নার অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। আমরা ওর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং মুন্না’র রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন বলেন, গতমাসে ডিসেম্বর ১৮ তারিখে, আমার ক্যামেরায় মুন্নার একটি শেষ তোলা ছবি আছে, শেষ দেখাও ওটাই ছিলো। বলেছিলো কাকা এবারও দেখা হবে ঢাকা হ্যান্ডবল মাঠে। কমপ্লিট এথলেট ভদ্র স্পোর্টি তরুণের জীবন প্রদীপ নিভে গেল। মুন্নার রুহের মাগফেরাত কামনা করি। মহান রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাত নসিব করুন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এখনো কারো কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় চাচা ভাতিজা নি*হত

ঝিনাইদহে ট্রাক চাপায় পাটকাঠি ব্যবসায়ী চাচা ও ভাতিজা নিহত হয়েছে।আজ বুধবার (৩ জানুয়রি) ভোরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সদর উপজেলার পাচঁমাইল নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ জানায়, আজ বুধবার ভোরে সদর উপজেলার রাঙ্গীয়ারপোতা গ্রামের পাটকাঠি ব্যবসায়ী আলী হোসেন (৬০) ও তার ভাতিজা মহিদুর রহমান (২৮) নসিমন নিয়ে পাটকাটী আনতে ফরিদপুরে যাচ্ছিলো। ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নসিমনটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। সেসময় পিছন থেকে একটি ট্রাক তাদেরকে চাঁপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চাচা ও ভাতিজা নিহত হয়। পরে তাদের সাথে থাকা অন্য আলমসাধুর যাত্রীরা মরদেহ নিয়ে বাড়িতে পৌছে দেয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দীন জানান, পুলিশ পাঠিয়ে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শৈলকুপাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মাহেন্দ্র চালকসহ নি*হত ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সড়ক দুর্ঘটনায় মাহেন্দ্র চালকসহ দুই জন নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার শেখপাড়া বাজার

এলাকার চর মালিথা গ্রামে মাহেন্দ্র এবং নসিমনের মুখমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার ভোরে মাগুরা থেকে ওয়াজ মাহফিল শুনে একটি মাহেন্দ্র গাড়িতে কয়েকজন শেখপাড়া আসছিল এসময় চরমালিথা পাড়ায় পৌছালে বিপরিত দিক থেকে একটি নসিমন মাহেন্দ্র গাড়িকে ধাক্কা দেয় এতে তিনজন গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে শ্রীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে এবং অবস্থার অবনতি হলে মাহেন্দ্র চালক বাবুল আক্তার এবং আসাদুজ্জামানকে মাগুরা সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পরে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে বাবুল আক্তারের মৃত্যু হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় আসাদুজ্জামানের মারা যান বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান। বাবুল আক্তার শৈলকুপা উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের জেহের আলী মন্ডলের ছেলে এবং আসাদুজ্জামান একই উপজেলার কবিরপুর গ্রামের মৃত আহাদ আলীর ছেলে।

লাঙ্গলবাধ পুলিশ ফাড়ি ইনচার্জ এসএম হামিদুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং দুইজন মারা গেছে বলে জানান। এছাড়া এই দুর্ঘটনায় অপর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন আহত

মুজিবনগর-মেহেরপুর প্রধান সড়কে বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক ও বাইকে বাইসাইকেল চালকক আহত হয়েছে।

আজ শনিবার ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল চালক মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের বিষ্ণু মন্ডল এর ছেলে প্রিন্স মন্ডল(১৯) এবং বাইসাইকেল চালক ভবরপাড়া গ্রামের মৃত রহমান দফাদারের ছেলে পাঁচু দফাদার(৬০)।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়,ভবর পাড়ার পাঁচু দফাদার বাইসাইকেল নিয়ে কেদারগঞ্জ বাজার থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি মুজিবনগর থানা সড়কের কাছাকাছি মানিকনগর গ্রামের নিকট পৌঁছালে পিছনদিক থেকে আশা একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে বাইসাইকেল চালক পাঁচু দফাদার সহ মোটরসাইকেল চালক প্রিন্স মন্ডল রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইসাইকেল চালক পাঁচু দফাদারের অবস্থা বেগতিক দেখে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন এবং মোটরসাইকেল চালক প্রিন্স মন্ডলের অবস্থা গুরুতর না হওয়ায় তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেন।

এই বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জল কুমার দত্ত জানান, বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনার বিষয়ে আমরা অবগত আছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে আইনি প্রক্রিয়া চলমান এবং দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে।